48th BCS Preli Program

48th BCS Preli Pioneer Service

Daily Live Exam Bangladesh Affairs-02

MCQ Master Set: 1 (Question & Solution)

Question 1

প্রতি বছর কোন তারিখে সাঁওতাল বিদ্রোহ দিবস পালিত হয়?

A ৩০ জুন ✔

B ৩০ এপ্রিল

C ২৫ মে

D ২৭ এপ্রিল

Solution:

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসের প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সাঁওতালদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল। ১৮৫৫ সালে সাঁওতালরা সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিল ইংরেজদের শাসন-শোষণ, সুদখোর, মহাজন ও ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে। সিধু ও কানু ভ্রাতৃদ্বয় (সিধু মুরমু ও কানু মুরমু) এর উল্লেখযোগ্য নেতৃত্ব ছাড়াও চাঁদ, দৈব প্রমুখ।১৮৫৫ সালের ৩০ জুন ('সাঁওতাল বিদ্রোহ' দিবস) যুদ্ধ শুরু হয় এবং ১৮৫৬ সালের নভেম্বর মাসে তা শেষ হয়।

Question 2

বঙ্গভঙ্গ রদের সময় ভাইসরয় কে ছিলেন?

A লর্ড কার্জন

B লর্ড হার্ডিঞ্জ ✔

C লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন

D লর্ড ওয়াভেল

Solution:
১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়। বঙ্গভঙ্গ রদের সময় ব্রিটেনের রাজা ছিলেন ৫ম জর্জ, তিনি বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করেন। তৎকালিন ভাইসরয় ছিলেন লর্ড হার্ডিঞ্জ। তিনি ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর স্থানান্তর করেন।

Question 3

১৭৯৩ সালে বাংলায় 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' চালু করেন-

A লর্ড কর্নওয়ালিস ✔

B লর্ড ক্লাইভ

C লর্ড ক্যানিং

D লর্ড বেন্টিঙ্ক

Solution:
মার্কিন স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্রিটিশের প্রধান সেনাপতি ছিলেন লর্ড কর্নওয়ালিস। ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ তিনি 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রথা চালুর মাধ্যমে সূর্যাস্ত আইন বলবৎ করেন।

Question 4

স্যার সৈয়দ আহমদ খান কোন আন্দোলনের সাথে জড়িত?

A অসহযোগ আন্দোলন

B আলীগড় আন্দোলন ✔

C ফরায়েজী আন্দোলন

D খিলাফত আন্দোলন

Solution:
ইংরেজ সরকার ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন ছিল আলীগড় আন্দোলনের মূল বিষয়বস্তু। আলীগড় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ খান।

Question 5

বক্সারের যুদ্ধে বাংলার কোন নবাব ইংরেজদের হাতে পরাজিত হন?

A সিরাজউদ্দৌলা

B মীর জাফর

C মীর কাশিম ✔

D আলীবর্দী খান

Solution:
১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে মীর কাশিম ইংরেজদের হাতে পরাজিত হয়। যার ফলশ্রুতিতে বাংলার প্রকৃত শাসনভার কোম্পানির উপর ন্যস্ত হয়।
মীর কাশিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও শেষ মোঘল সম্রাট (শাহ্ আলম) এর সাথে মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তোলেন। ১৭৬৪ সালের ২২ অক্টোবর তাদের সম্মিলিত সৈন্যবাহিনীর সাথে বক্সার নামক স্থানে ইংরেজ সৈন্যদের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজেরা জয়লাভ করে। মীর কাশিম কয়েক বছর অজ্ঞাত অবস্থায় ঘুরে বেড়ান।

Question 6

আলবুকার্ক কর্তৃক গৃহীত 'নীলজলনীতি'র উদ্দেশ্য কী ছিল?

A ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার

B পর্তুগিজ সাম্রাজ্য বিস্তার ✔

C ফরাসি সাম্রাজ্য বিস্তার

D দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন

Solution:
১৫০৯ সালে আলবুকার্ক উপমহাদেশে আগমন করেন। আলবুকার্ক পর্তুগিজ গভর্নরদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি পর্তুগিজ সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য 'নীলজলনীতি' পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।
- লর্ড ক্লাইভ ছিলেন ইংরেজ গভর্নর তিনি দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

Question 7

মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে কোন ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠী ভারতীয় উপমহাদেশে আসে?

A ইংরেজ ✔

B পর্তুগীজ

C ফরাসি

D ওলন্দাজ

Solution:
মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে ইংরেজ ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠী ভারতীয় উপমহাদেশে আসে। সম্রাট জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭) সাল পর্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন। ইংরেজগণ ১৬০৮ সালে বাণিজ্য কুঠি করার আবেদন করে। ১৬১২ সালে প্রথম কুঠি নির্মাণ করে।

Question 8

ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস আইন পাস করেন-

A লর্ড লিটন

B লর্ড রিপন

C লর্ড ক্যানিং ✔

D লর্ড মাউন্টব্যাটেন

Solution:
লর্ড ক্যানিংয়ের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ:
- ১৮৬১ সালে উপমহাদেশে প্রথম কাগজের মুদ্রার প্রচলন ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।
- ১৮৬১ সালে উপমহাদেশে প্রথম বাজেট ঘোষণা করেন।
- ১৮৬১ সালে সর্বপ্রথম 'পুলিশি ব্যবস্থা' চালু করেন।
- নীল কমিশন গঠন করেন; ফলে তার শাসন আমলেই নীল বিদ্রোহের সূচনা হয়।
- ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস আইন পাস করেন।

Question 9

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা কে চালু করেন?

A লর্ড ওয়েলেসলি

B লর্ড ডালহৌসি ✔

C লর্ড কর্নওয়ালিস

D লর্ড রিপন

Solution:
লর্ড ডালহৌসি ১৮৫০ সালে কলকাতা হতে ডায়মন্ড হারবার পর্যন্ত উপমহাদেশের প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন চালু করেন। তিনি ১৮৫৩ সালে উপমহাদেশে এবং ১৮৫৪ সালে বাংলায় সর্বপ্রথম রেল যোগাযোগ চালু করেন।

Question 10

খিলাফত আন্দোলনের অন্যতম নেতা কে ছিলেন?

A আল্লামা ইকবাল

B মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

C আবুল কালাম আজাদ ✔

D মাওলানা আকরাম খাঁ

Solution:
আল্লামা ইকবাল পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা ও বিখ্যাত কবি। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ– পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল। খিলাফত আন্দোলন যা ভারতীয় মুসলিম আন্দোলন (১৯১৯-১৯২৪) নামেও পরিচিত, ইসলামী খেলাফত পুনরুদ্ধার করতে ব্রিটিশ ভারতের মুসলমানরা শওকত আলী, মোহাম্মদ আলী জওহর ও আবুল কালাম আজাদ এর নেতৃত্বে পরিচালিত একটি সর্ব-ইসলামবাদ রাজনৈতিক প্রতিবাদ অভিযান পরিচালনা করে।

Question 11

ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড কে হত্যা চেষ্টায় কোন ভারতীয় বিপ্লবীকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়?

A প্রফুল্ল চাকী

B মাস্টার দ্যা সূর্যসেন

C ক্ষুদিরাম ✔

D ইলা মিত্র

Solution:
ক্ষুদিরাম বসু (১৮৮৯-১৯০৮) ছিলেন একজন ভারতীয়-বাঙালি বিপ্লবী যিনি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করেছিলেন। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকির সঙ্গে মিলে গাড়িতে ব্রিটিশ বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড আছে ভেবে তাকে গুপ্তহত্যা করার জন্যে বোমা ছুঁড়েছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড অন্য একটা গাড়িতে বসেছিলেন, যে ঘটনার ফলে দুজন ব্রিটিশ মহিলার মৃত্যু হয়, যারা ছিলেন মিসেস কেনেডি ও তার কন্যা। প্রফুল্ল চাকি গ্রেপ্তারের আগেই আত্মহত্যা করেন। ক্ষুদিরাম গ্রেপ্তার হন। দুজন মহিলাকে হত্যা করার জন্যে তার বিচার হয় এবং চূড়ান্তভাবে তার ফাঁসির আদেশ হয়।

Question 12

অবিভক্ত বাংলার শেষ গভর্নর কে ছিলেন?

A হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

B স্যার ফ্রেডরিক জন ব্যারোজ ✔

C লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন

D স্যার র‍্যাডক্লিফ

Solution:
- স্যার ফ্রেডরিক জন ব্যারোজ – অবিভক্ত বাংলার শেষ গভর্নর।
- লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন- উপমহাদেশের সর্বশেষ ভাইসরয় ।
- সোহরাওয়ার্দী- অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী।
- ভাইসরয় র‍্যাডক্লিফ- ভারত-পাকিস্তানের সীমানা নির্ধারণ করেন।

Question 13

ঐতিহাসিক জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় কত সালে?

A ১৯১৮

B ১৯১৯ ✔

C ১৯১৬

D ১৯২২

Solution:
জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড (অমৃতসর হত্যাকাণ্ড) ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে অন্যতম কুখ্যাত গণহত্যা। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল তারিখে অবিভক্ত ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসর শহরে জালিয়ানওয়ালাবাগে রাওলাট আইনের বিরদ্ধে জনগণের শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা ও প্রতিবাদ চলার সময় জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে সেনাবাহিনী সমবেত জনগণের উদ্দেশ্যে গুলিবর্ষণ করে। এই হত্যাকাণ্ড জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড নামে পরিচিত।

Question 14

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে কার পরামর্শে ‘রাখিবন্ধন’ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়?

A কবি মুকুন্দ দাস

B সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

C যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

D রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ✔

Solution:
বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শে ‘রাখিবন্ধন’ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও তিনি ‘ও আমার দেশের মাটি’ গান, ‘বাংলার মাটি, বাংলার জল’ কবিতা এবং ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাস লিখেন।

Question 15

কোন দেশের অধিবাসীদের ‘ওলন্দাজ’ বলা হয়?

A পর্তুগাল

B ফ্রান্স

C হল্যান্ড ✔

D ডেনমার্ক

Solution:
ডেনমার্কের অধিবাসীদের ‘দিনেমার’ বলা হয়। হল্যান্ডের অধিবাসীগণ ‘ওলন্দাজ’ নামে পরিচিত।

Question 16

ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপিত হয় কবে?

A ১৩ জানুয়ারি, ১৯৪০

B ২৩ মার্চ, ১৯৪০ ✔

C ২৪ মার্চ, ১৯৪০

D ১৩ মার্চ, ১৯৪০

Solution:
১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম কাউন্সিল অধিবেশনে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাবে বলা হয়, উপমহাদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে একটি এবং পূর্বাঞ্চল নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন হবে। ১৯৪০ সালের ২৪ মার্চ, মুসলিম লীগ কর্তৃক দ্ব্যর্থহীনভাবে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়।

Question 17

ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ‘আদমশুমারি’ চালু করেন কে?

A স্যার জন লরেন্স

B লর্ড মেয়ো ✔

C লর্ড নর্থব্রুক

D লর্ড লিটন

Solution:
লর্ড মেয়ো সর্বপ্রথম ভারতে আদমশুমারি, পরিসংখ্যান তত্ত্ব, কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগ উদ্বোধন করেন। লর্ড মেয়ো (১৮২২-১৮৭২) ১৮৬৯ থেকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত ভারতের ভাইসরয় এবং গভর্নর জেনারেল ছিলেন।
১৮৭২ সালে তাঁর শাসনামলেই ভারতবর্ষের প্রথম আদমশুমারি শুরু হয়। তিনি দেশে পরিসংখ্যান জরিপের ব্যবস্থা করেন এবং কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগ সৃষ্টি করেন। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া মারাত্মক অর্থনৈতিক ঘাটতি, বিশ্বাসের অযোগ্য আয়-ব্যয়ের হিসাব, অনিষ্পত্তিকৃত হিসাব-নিকাশ এবং অসম্পূর্ণ পরিসংখ্যানের পরিবর্তে তিনি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ উদ্বৃত্ত, বিশ্বাসযোগ্য আয়-ব্যয়ের হিসাব, চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশ এবং সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান রেখে যান। দেশীয় রাজন্যবর্গ ও প্রধানদের সন্তান-সন্ততির লেখাপড়ার জন্য তিনি আজমীরে মেয়ো কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি আন্দামান সফরে গিয়ে তিনি জনৈক পাঠান কয়েদির ছুরিকাঘাতে নিহত হন। তাঁর মৃতদেহ পরে আয়ারল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া হয়।

Question 18

‘The Spirit of Islam’ ঐতিহাসিক গ্রন্থটি কার?

A সৈয়দ আমীর আলী ✔

B সৈয়দ আহমদ খান

C আমীর খসরু

D মাঃ আবুল কালাম আজাদ

Solution:
সৈয়দ আমীর আলী ইসলাম ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ ও মূলনীতি প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যান। তার মহৎ কীর্তির মধ্যে The spirit of Islam ও A short History of the Saracens উল্লেখযোগ্য।

Question 19

‘মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি’ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

A ১৮৬২

B ১৮৬৩ ✔

C ১৭৬৩

D ১৮৬৫

Solution:

মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি একটি সামাজিক সংগঠন। ১৮৬৩ সালে নওয়াব আবদুল লতিফ কর্তৃক কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সোসাইটির সেক্রেটারি আবদুল লতিফের কলকাতার ১৬ নং তালতলার বাসভবনে সোসাইটির সদর দপ্তর ছিল। আবদুল লতিফ এর ভাষায় 'মুসলমানদের ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং সামাজিক আচরণ ও আদান-প্রদানে শিক্ষিত হিন্দু ও ইংরেজদের সমকক্ষ করে তোলাই ছিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যে তিনি বিজ্ঞান, কলা ও চলমান সমস্যা সংক্রান্ত এবং মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের উপায় উদ্ভাবনের জন্য আলোচনা সভার আয়োজন করেন। সোসাইটি মুসলমানদের ক্ষয়িষ্ণু আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা, আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তন ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার দ্বারা সমাজ উন্নয়নের নতুন ধারার প্রবর্তনা এবং এভাবে শাসক ও শাসিতের মধ্যে এক নির্ভরশীল সেতু স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মুসলমানদের এই ধরনের সর্বপ্রথম সংগঠন হিসেবে মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি কালক্রমে মুসলমানদের প্রভূত কল্যাণ সাধন করে।

Question 20

পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?

A শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক

B হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

C খাজা নাজিমুদ্দীন ✔

D চৌধুরী খালিকুজ্জামান

Solution:

- অবিভক্ত বাংলার ১ম মুখ্যমন্ত্রী- শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক।
- অবিভক্ত বাংলার ও শেষ মুখ্যমন্ত্রী- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।
- পূর্বপাকিস্তানের ১ম মুখ্যমন্ত্রী- খাজা নাজিমুদ্দীন।
- পূর্বপাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন- চৌধুরী খালিকুজ্জামান।

Question 21

'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়?

A ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে ✔

B ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে

C ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে

D ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে

Solution:
ক্লাইভের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার কুফল হিসেবে বাংলা ১১৭৬ সালে (ইংরেজি ১৭৭০) দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের ফলে এক মারাত্মক অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। এ বিপর্যয়ে দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক প্রাণ হারায় এবং অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ে। '৭৬ সালের এই ভয়াবহ অবস্থাই ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত।

Question 22

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্র কে রচনা করেন?

A স্যার সলিমুল্লাহ

B নবাব ভিকার-উল-মূলক ✔

C আগা খান

D শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

Solution:
মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্র রচনার ভার অর্পিত হয় নবাব ভিকার উল-মুলক ও মহসিন-উল-মুলকের উপর। ১৯০৭ সালে মহসিন উল মূলকের মৃত্যু হলে নবাব ভিকার-উল-মূলক একাই মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্র রচনা করেন।

Question 23

চট্টগ্রাম বন্দরের নাম 'Porto Grande' করেন কারা?

A ইংরেজরা

B দিনেমাররা

C পর্তুগিজরা ✔

D ডাচরা

Solution:
বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে পর্তুগিজরা ১৫১০ সালে ভারতে আসে ও উড়িষ্যার 'পিপলি' নামক স্থানে প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। ১৫১৬ সালে বাংলায় এসে চট্টগ্রাম (পর্তুগিজরা বলতো Porte Grande) ও সপ্তগ্রামে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে। এছাড়া কালিকট, গোয়া, হুগলি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ গড়ে তোলে। ভারতের প্রথম পর্তুগিজ ভাইসরয় ফ্রান্সিসকো দ্য আলমিডা। প্রথম পর্তুগিজ গভর্নর ছিলেন আলফানসো ডি আল বুকার্ক। ভারতে পর্তুগিজ তথা ইউরোপীয় প্রথম দুর্গ ছিল কোচিনে। পর্তুগিজরা এদেশে ফিরিঙ্গি নামে পরিচিত ছিল।

Question 24

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগের মধ্যে ঐক্যের দলিল-

A লক্ষ্ণৌ চুক্তি ✔

B এলাহাবাদ চুক্তি

C বেঙ্গল প্যাক্ট

D ক্রিপস কমিশন

Solution:
লক্ষ্ণৌ চুক্তি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগের মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তি। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌয়ে দুই দলের যৌথ অধিবেশনে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় দলের সদস্য হিসেবে দুই দলকে চুক্তিতে উপনীত করাতে সক্ষম হন যাতে ব্রিটিশ সরকার ভারত পরিচালনার জন্য উদারপন্থা গ্রহণ করে ও পাশাপাশি মুসলিমদের দাবিগুলোও রক্ষিত হয়। বঙ্গভঙ্গের পর জিন্নাহ মুসলিম লীগকে জনসাধারণের কাছে জনপ্রিয় করার জন্য এগিয়ে আসেন। মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ এই চুক্তির স্থপতি ছিলেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে দূরত্ব ঘোচানোর জন্য কাজ করায় জিন্নাহকে 'হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের দূত' উপাধি দেয়া হয়।

Question 25

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতিবিজড়িত স্থানের নাম-

A রেসকোর্স ময়দান

B সোহরাওয়ার্দী উদ্যান

C বাহাদুর শাহ পার্ক ✔

D রমনা পার্ক

Solution:
১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের শতবার্ষিকী উপলক্ষে সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্ব দানকারী মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের নাম অনুসারে পার্কের নামকরণ হয় বাহাদুর শাহ পার্ক। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ দেন শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে।

Question 26

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অংশ হিসেবে ব্রিটিশ পণ্য সামগ্রী বর্জন নীতিতে নেতৃত্ব দেন-

A দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

B অরবিন্দ ঘোষ

C সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপ্যাধ্যায় ✔

D মহাত্মা গান্ধী

Solution:
বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অংশ হিসেবে ব্রিটিশ পণ্য সামগ্রী বর্জননীতিতে নেতৃত্ব দেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন হিসেবে বয়কট বা ব্রিটিশ পণ্যসামগ্রী বর্জননীতি সফল করতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনী সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

Question 27

কার শাসনামলে পাঁচ বছর মেয়াদী ভূমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়?

A লর্ড কর্নওয়ালিশ

B লর্ড কার্জন

C ওয়ারেন হেস্টিংস ✔

D লর্ড ডালহৌসি

Solution:
রাজকোষাগারের শূন্যতা পূরণের জন্য পাঁচ বছর মেয়াদী সর্বোচ্চ মূল্যে জমিদারীর ইজারা দেয়ার নিয়ম প্রবর্তন করা হয়। যা ‘পাঁচ শালা বন্দোবস্ত’ নামে পরিচিত। যা হেস্টিংস প্রবর্তন করেন। লর্ড কর্নওয়ালিস ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’ প্রবর্তন করেন। লর্ড কার্জনের ভূমিকার ফলে বঙ্গভঙ্গ হয়।

Question 28

নিম্নোক্ত কোন ঐতিহাসিক ঘটনাটি আগে সংঘটিত হয়?

A জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড

B রাওলাট আইন

C বেঙ্গল প্যাক্ট

D বঙ্গভঙ্গ রদ ✔

Solution:
বঙ্গভঙ্গ প্রবর্তন হয় ১৯০৫ সালে এবং রদ হয় ১৯১১ সালে।
রাওলাট আইন ১৯১৮ সালে।
জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড (১৯১৯, ২৩ এপ্রিল) রাওলাট আইনের ফলস্বরূপ সংঘটিত হয়। বেঙ্গল প্যাক্ট ১৯২৩ সালে।

‘জমি থেকে খাজনা আদায় আল্লাহর আইনের পরিপন্থী’ এটি কার ঘোষণা?

Question 29

A তিতুমীর

B ফকির মজনু শাহ

C দুদু মিয়া ✔

D হাজী শরীয়তউল্লাহ

Solution:
খাজনা আদায়ের জন্য জমিদারদের অত্যাচার রোধকল্পে দুদু মিয়া জমির উপর আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এ উক্তি করেন। হাজী শরীয়তউল্লাহর একমাত্র পুত্র দুদু মিয়া পিতার মৃত্যুর পর 'ফরায়েজী আন্দোলনের' নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

Question 30

কোন নেতা জমিদারি প্রথা রদে প্রধান ভূমিকা পালন করেন?

A হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

B মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

C এ কে ফজলুল হক ✔

D আতাউর রহমান খান

Solution:
অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন এ. কে. ফজলুল হক। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের বিষয়টি তদন্ত করে দেখার জন্য ১৯৩৮ সালে হক মন্ত্রিসভা একটি কমিশন গঠন করে যা 'ফ্লাউড কমিশন' নামে পরিচিত। ১৯৩৮ সালে হক মন্ত্রিসভা বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন করে জমিদারদের অধিকার হ্রাস এবং কৃষকদের অধিকার বৃদ্ধির চেষ্টা করেন।

Back